হযরত ফাতেম (আঃ) এর জ্ঞানার্জন

ফাতেমা (আঃ) জীবনের শুরু থেকেই ওহীর ঝর্নাধারা হতে জ্ঞানার্জন শুরু করেন । মহানবী (সঃ) জ্ঞানের যে সকল রহস্যবলী তাঁর জন্য ব্যক্ত করতেন, তা হযরত আলী (আঃ) সে গুলো লিখে রাখতেন আর স্বয়ং ফাতেমা ঐ লিখিত পত্র গুলোকে সংগ্রহ করে গ্রন্থাকারে সংরক্ষণ করতেন । যে গ্রন্থের নাম হল, 'মুসহাফে ফাতেমা'।

হযরত ফাতেমা (আঃ) ইসলামের বিভিন্ন বিধি-বিধান ও জ্ঞান সমূহ নারীদের জন্য বর্ণনা করে তাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব কত্যব্য সম্পর্কে পরিচিত করাতেন। ফিজ্জা, হযরত ফাতেমা (আঃ) এর বাড়ীর কাজ করতেন । সেও তাঁর আর্দশে লালিত পালিত হয়ে দীর্ঘ ২০ বছর যাবৎ পবিত্র কুরআনের আয়াত ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় কথা বলেননি। তাই যখন কোন বিষয় সম্পর্কে কিছু বলরি প্রয়োজন বোধ করতেন তখন তিনি পবিত্র কুরআনের উপযুক্ত আয়াত পাঠ করে আপন উদ্দেশ্য প্রকাশ করতেন। ফাতেমা (আঃ) কেবল জ্ঞানার্জন থেকেই কখনও ক্লান্ত হননি, তাই নয় বরং ধর্মী বিষয়াদি শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রেও কখনও পরিশ্রান্ত হতেন না।

কোন একটি একজন মহিলা এসে বলল, আমার মা অতিশয় বৃদ্ধ তাই নামাজে প্রায়-ই ভুল করেন। এ জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন যাতে কিছু প্রশ্ন জিঙ্গাসা করে জানতে পারি।

হযরত ফাতেমা (আঃ) তার প্রশ্ন সমূহের উত্তর দিলেন। মহিলাটি পুনরায় ফিরে এসে একই প্রশ্ন দ্বিতীয়বার করলো। সে উত্তর পেয়ে চলে গেলো কিন্তু আবার ফিরে এসে আগের প্রশ্ন গুলোর পুর্ণবৃত্তি করলো আগের মতই সে উত্তর শুনে চলে গেলো। এভাবে ১০ বার পর্যন্ত ঐকেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন হযরত ফাতেমা ।

মহিলাটি তার বার বার আসা যাওয়ায় লজ্জিত হয়ে বললঃ আপনাকে এবার আর কষ্ট দেবনা । ফাতেমা (আঃ) বলেন ঃ না, তুমি আবারও আস্ তোমার প্রশ্ন সমূহ জিঙ্গাসা কর । তুমি যতই প্রশ্ন করনা কেন, আমি কখনও ক্লান্ত হব না। কেননা, আমি আমার পিতা মহানবী (সঃ) থেকে শুনেছি যে, তিনি বলেন ঃ কেয়ামতের দিন, আলেমগণ আমাদের আমাদের অনুসারী রুপে উত্থাপিত হবেন। আর তাদের জ্ঞানের অনুপাতে মহামূল্যবান উপহার দেয়া হবে এবং তাদের হেদায়েত ও পথনির্দেশনার চেষ্টা- প্রচেষ্টা অনুযায়ী প্রতিদান পাবে।